COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. UTTAM CHAKRABORTY
DEPARTMENT OF HISTORY, NARAJOLE RAJ COLLEGE

THE INDIAN VALLEY CIVILISATION : DECLINE AND COLLAPSE

সিন্ধু সভ্যতা হল পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির অন্যতম। এই সভ্যতার উদ্ভব, স্রষ্ঠা, সময় পারম্পর্য এবং অবক্ষয় ও অবলুপ্তি সংক্রানত বিষয়গুলি সম্পর্কে অদ্যবধি কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। শতাধিক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, ভূবিজ্ঞানী, পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকেই বিষয় গুলির আলোচনা করেছেন। ফলে বিষয়গুলি অতিমাত্রায় বিতর্কিত হয়ে রয়েছে। তবে একথা সু নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে এত সুবিশাল সভ্যতাটির পতন একদিনে ঘটেনি, দীর্ঘ দিনের ক্রমাবনতি এই সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে।

সিন্ধু সভ্যতার অবক্ষয় ও অবলুপ্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগন মোটামুটি এই অভিমত পোষন করেন যে, সুদীর্ঘ ঔজ্জ্বল অস্তিত্বের পর এই নগর সভ্যতার অবক্ষয়ের পর্ব শুরু হয়ে ছিল, এবং কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তার অবলুপ্তি ঘটে। Sir Arther Keitn এবং B.S. Guha তাদের প্রবন্ধে উৎখনিত উপাদান সমূহের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন – অবক্ষয়ের পর্বে মহেঞ্জোদারোতে নগর নির্মানের কাজ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে হয় নি। এ সময় আগেকার বড় বড় অট্টালিকাগুলির বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, নতুন নতুন ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য পুরানো অট্টালিকার ইঁট ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে – নগরের জলাধার সমূহের সংস্কার ও সংরক্ষন হয় নি। এ থেকে স্পষ্ট হয় , নগর সভ্যতার অবক্ষয়ের পর্বে পৌর সংস্থার কতৃত্ব বহুল পরিমানে শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ থাকে যে, মেরামতের অভাবে এই সময়কার জল সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো হয়ে গিয়েছিল। আগেকার তৈজী ব্যবসা-বানিজ্য প্রায় অন্তর্হিত হয়েছিল। মৃৎপাত্রের গায়ের অলংকরণ আগের তুলনায় নিকৃষ্ট মানের হয়ে পড়েছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয় — অবক্ষয়ের পর্বে সিন্ধু সভ্যতা নানা দিক থেকে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি সংক্রান্ত এক বহুল পকাশিত অভিমত হল — আর্য উপজাতিক অভিযানের ফলে সভ্যতাটি ধ্বংস হয়ে যায়। অধুনা এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, বহিরাগত অভিযান নয়, স্থানীয় উপজাতিক আক্রমনের ফলে এই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু সাম্পতিক উৎখনন সূত্রে স্পষ্ট হয়েছে – বহিরাগত কিংবা স্থানিক অভিযানের – আক্রমনের অনেক আগেই সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের বেশ কিছু শহর -নগর আভন্তরীন সংকট ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে একেবারে হীনবল হয়ে পড়েছিল এবং পরিনামে স্বাভাবিক ভাবে অথবা কোনও ধরণের অভিযান – আক্রমনের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভূতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের অভিমত হল ক্রমাগত বন্যার উপদ্রব, সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তন, অনাবৃষ্টি এবং চাষের জমিতে লবনতা বৃদ্ধি ও রাজ পুতনার মরু অঞ্চলের সম্প্রসারন প্রভৃতি বিষয়গুলি সিন্ধু উপত্যকার প্রানশক্তি শুষে নিয়েছিল।

একশ্রেণীর ভূ-বিজ্ঞানী জল অনুসন্ধান বিদ্যাগত গবেষণা সূত্রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন যে, এক সময় মহেঞ্জোদাড়ো থেকে স্বল্প দূরবর্তী কোন একটি এলাকা ভূ-স্তর বন্যাসের ত্রুটির কারণে এক আলোড়ন কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। যেহেতু ভূ-আলোড়নের ধাক্কায় শহরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। E.J.H. Mackay এবং L. Sarup মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসের কারণ হিসাবে ভূ-ত্বক আলোড়নের বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। তাদের অভিমত অনুসারে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হল ক্রমাগত বন্যা। শহরটি কয়েকবার প্লাবিত হওয়ার কারণে শহরবাসী শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

মহেঞ্জোদাড়ো নগর সভ্যতার অবলুপ্তির কারণ নির্নয় প্রসঙ্গে ভিন্ন একটি অভিমত তুলে ধরা হয়েছে। এই অভিমতটি হল সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মহেঞ্জোদাড়ো এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে জলাভাব দেখা দেয়। আবার ইঁটের ঘরবাড়ী তৈরীর প্রয়োজনে নির্বিচারে অরন্য ছেদন হতে থাকলে অঞ্চলটি খরার কবলে পড়ে। খরা ও অনাবৃষ্টির মোকাবিলা করে চাষের প্রয়োজনে কুঁয়া হতে অধিক পরিমানে জল তুলে নেওয়া হলে ভূনিম্নস্থ জলস্তর নেমে যায়। এর ফলে চাষবাস ও নগরবাস বিশেষ সংকটাপন্ন হয়ে উঠে। এই অবস্থায় অধিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে শহর নগরগুলি অধিকার করে ফেলা বহিরাগতদের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার ছিল। এই প্রশ্নটির প্রত্যুত্তরে মার্টিমার হুইলার লিখেছেন— জলবায়ুগত কারণে অঞ্চল প্রতিকূল হলেও সহজ সাফল্যের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা আর্য উপজাতিগুলি ঐ প্রতিকুলতাকে গ্রাহ্য করে নি।

Marshall, Mackay এবং Hrozny প্রমুখ ঐতিহাসিকগন মনে করেন — সিন্ধু সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতি এবং সিন্ধু বাসীর মানসিক সীমাবদ্ধতা তথা রক্ষনশীলতা সিন্ধু সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমিক অবক্ষয়ের পেছনে বিশেষ মাত্রা যোগ করে ছিল।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত দিলীপ কুমার চক্রবর্তী তাঁর ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক গ্রন্থে দেখিয়েছেন — সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা, দৃষবতী অববাহিকা, গঙ্গা-যমুনা, দোয়াবের পশ্চিমাংশ, সমগ্র গুজরাট, বালুচিস্থান, গোমাল উপত্যকা এমনকি আফগানিস্থানে সামুদরিয়ার উপনদী, কোকচা উপত্যকার অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা পরিমণ্ডলে সভ্যতা ইতিহাসের দিক থেকে পশ্চাৎপদ অঞ্চল গুলির অন্তর্ভুক্তির ফলে সিন্ধু সংস্কৃতির দূষন ঘটে। রক্ষনশীলতার কারণে তাম্র প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি আটকে যায়। Koka Antonova প্রমুখ ঐতিহাসিক লিখেছেন কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে তথাকথিত হরপ্পা যুগের পর নতুন এক হরপ্পা-উত্তর যুগ শুরু হয়েছিল। ঐযুগে স্থানীয় সংস্কৃতি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন সূত্রে স্পষ্ট হয়েছে — লোথাল অঞ্চলে হরপ্পা যুগের সভ্যতা - সংস্কৃতির পড়ন্ত অবস্থা কোন মতেই বহিরাগত অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। সিন্ধু উপত্যকার অন্যান্য শহর নগরের ক্ষেত্রেও এই অভিমত সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। আবার কয়েকটি শহরের ক্ষেত্রে সভ্যতা বিকাশের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায় অবশ্য আর্য উপজাতি গুলির অনুপ্রবেশের সমকালীন মনে হয়। কেননা, ঐ পর্যায়ে বহিরাক্রমন থেকে রক্ষার জন্য হরপ্পা শহরের প্রতিরোধী দূর্গ ব্যবস্থা মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্ত বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন সূত্রে স্পষ্ট হয়েছে — স্থানীয়দের সঙ্গে বহিরাগতদের ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটে এবং স্থানীয় বাসীর পরাভূত হয়েছিল। মার্টিমার হুইলার লিখেছেন — সিন্ধু সভ্যতার অবক্ষয়ের পর্বে আর্য উপজাতি গুলি ব্যাপক অভিযান চালিয়ে সভ্যতাটি ধ্বংস সাধন করেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের পেছনে অনেক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে দায়ী করেছেন। হরপ্পীয় অর্তনীতি ছিল নগরকেন্দ্রিক, নদীমাতৃক, কৃষি এবং বানিজ্য ভিত্তিক। কৃষি অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সভ্যতায় বানিজ্যের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্ত অর্থনীতির অত্যুচ্চ নাগরিক মান থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে অভিনবত্বের সুযোগ ছিল সীমিত। তা ছিল গতানুগতিকতার দ্বারা আক্রান্ত। সম্ভবত শেষের দিকে দুরপাল্লার বানিজ্যে ঘাটতি পড়েছিল। বানিজ্যের অবক্ষয় নগরগুলির অবক্ষয় ঘটিয়েছিল।

Kanoyer লিখেছেন – সিন্ধু নগরবাসীরা স্পষ্টতই পরিবেশ সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিল না। ঘরবাড়ী তৈরীর ইঁট পোড়ানোর জন্য এবং আকরিক থেকে তামা ও ব্রোঞ্জ নিস্কার্ষনের জন্য তারা নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদন করেছিল। এবং তারা একে

একে নদী উপত্যাকার অরন্যগুলিও ধ্বংস করে ফেলেছিল। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং খরা ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এছাড়া ইঁটের পাঁজা, কুমারের পাঁজা এবং গৃহস্থালীর কাজে প্রচুর পরিমানে কাঠ লাগত। এসবের মিলিত ফল হল বৃক্ষছেদন, অরন্যধ্বংস এবং অনাবৃষ্টি ও অজন্মা এবং সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি।

ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ বেনই টপসার ও প্রখ্যাত ফরাসী গবেষিকা ডঃ ম্যারি আগিমন কোটি – সিন্ধু সভ্যতার পতন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁদের মতামত দিয়েছিলেন। ডঃ কোটীর গবেষনা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ২২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ ব্যাপক ভৌগলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ধূমকেতুর ধাক্কায় অথবা মহাজাগতিক বিস্ফোরনে ঐ অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় এবং কৃষি অঞ্চলগুলি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। পেমারও একই মতামত দিয়েছেন।

সিন্ধু বাসীদের অতিরিক্ত রক্ষনশীল মনোভাব ছিল এবং তারা যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেনি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুবাসীর সংস্কৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিম এশিয়ার উন্নত সেচব্যবস্থা তারা নিজেদের নগরগুলিতে চালু করে নি। উন্নত কৃষি হাতিয়ার ব্যবহার করতেও তারা শেখে নি। এছাড়া তাঁদের মধ্যে নাগরিক বোধের অভাবও ছিল প্রকট। সিন্ধ বাসীর এই রক্ষনশীল মনোভাব এবং পরিবর্তনের প্রতি অনীহা এই সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

Shereen Ratnagar, Rafique Mughal এবং Koka Antonova লিখেছেন — খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে জমির লবনতা বেড়ে যায়, এবং রাজধানীর মরু অঞ্চলের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে সিন্ধু নগরগুলি ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। আর তাদের দুর্বলতার দিন গুলিতে বহিরাক্রমনের কারণে সিন্ধু সভ্যতা অবলুপ্তি হয়। একারণে বলা যেতে পারে – শুধুমাত্র বহিরাক্রমন জাতীয় কোন Dramatic Event কারণে সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটেনি। আর তার অবলুপ্তি হল a slow decline attributable to a combination of tactors.